বর্ষ ৬ | সংখ্যা ৬ | আষাঢ় ১৪২৯ | জুন ২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বিএসএমএমইউতে উপস্থিতির ডিজিটাল পদ্ধতি চালু

দায়িত্ব অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবেঃ বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অটোমেশন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে উপস্থিতির ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বুধবার (১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সি' ও 'ডি' ব্লকে অটোমেশনের জন্য স্থাপিত মেশিনে নিজের হাজিরা দিয়ে এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এর আগে সকাল সাড়ে ৮টায় শহীদ ডা. মিল্টন হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সকল বিভাগের চেয়ারম্যানদের সাথে বৈঠক করে। বৈঠকের শুরুতে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোমেশনের কার্ড হস্তান্তর করেন ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) সেলের ইনচার্জ অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান।

বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে পালন করতে হবে। কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা ও দায়িত্ব অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রয়োজনে চাকুরীচ্যুত করা হবে। বাংলার মানুষের স্বপ্নের পদ্মাসেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক উদ্বোধনী দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশেষ উৎসব পালন করা হবে বলে জানান উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত দুমাসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা আরও বৃদ্ধির জন্য নানান বিষয় তুলে ধরা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে ইভেনিং শিফট চালুর জন্য চিকিৎসকদের রোস্টার, প্রতিটি বিভাগে বিগত দিনের ১০টি সেরা থিসিস বাছাইকরণ, দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোগীর স্বজনদের হিটারে রান্না বন্ধকরণ, টিচার এ্যাসিট্যান্স হিসেবে (টিএ) এমএমসি নার্সিং শিক্ষার্থীদের জন্য ফেস বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেরা রেসিডেন্টদের বাছাইকরণ, সরকারের কাছে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সংকট দূর করার জন্য এখানকার কনসালট্যান্টদের ডেপুটেশনের প্রস্তবনা তুলে ধরা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান আরও উন্নয়ন করা, সাধারণ জরুরিবিভাগসহ সকল ইমার্জেন্সি বিভাগের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অন কলে ডাকার প্রস্তাবনাও করা হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তদাপার,সকল ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সময় মত অফিসে আসতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকে সময় মত কর্মস্থলে আসতে হবে। সময়ের কাজ সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্দেশ্যে বলেন, নিজে করতে হয়। বক্তৃতার করতে হবে। টায় (২ জুন ২০২২ মিলনায়তনে তৃতীয় সমিতির অভিষেক ও

তিনি তৃতীয় শ্রেণির নব নির্বাচিত সদস্যদের নেতা হলে কাজ বেশী চাইতে কাজ বেশী বৃহস্পতিবার সকাল ১০ খ্রিষ্টাব্দ) এ ব্লকের শ্রেণি কর্মচারী কল্যাণ পরিচিতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরো বলেন, কর্মচারীদের উন্নয়নে নীতিমালা করাসহ তাদের সকল যৌক্তিক দাবি বাস্তবায়ন করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মসিউজ্জামান শাহীন ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল করিম।

শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে বিএসএমএমইউ প্রতিনিধি দল

বিএসএমএমইউ শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে : উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন। শনিবার সকাল ৯টায় (৪ জুন ২০২২) শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক দল শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পৌঁছালে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। পরিদর্শক দল প্রথমে এখানে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। এসময় তারা দুটি প্রেজেন্টেশনও দেখেন। পরিদর্শক দল প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্বপ্নের প্রকল্প পদ্মা সেতু এবং শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। জননেত্রীর এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তিনি অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার মানবিক প্রকল্পের মধ্যে এই বার্ন

ইনস্টিটিউট অন্যতম। তিনি বলেন, আমরা আজ এখানে এটি পরিদর্শন করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সাথে শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে মানুষকে সেবা দিয়ে যাবে। যে কোন প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পাশে থাকবে। পরিদর্শনকালে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক ডা. সামান্ত লাল সেন ও শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম, একাডেমিক কো অরডিনেটর অধ্যাপক ডা. রায়হান আওয়ার। আলোচনা সভাশেষে পরিদর্শক দল শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারও পরিদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের প্রতিনিধি দলে উপ- উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, অনকোলজি সার্জারির সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

ক্যান্সার আক্রান্ত ৩৫ রোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

বাংলাদেশ ক্যান্সার মিশন ফাউন্ডেশন (সিএমএফ) ক্যান্সার আক্রান্ত ৩৫ জন রোগীর মাঝে আর্থিক সহায়তা ও গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদান করেছে। শনিবার দুপুর ১ টায় (৪ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এ কর্মসূচির আয়োজন করে সংস্থাটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় বিচারপতি মোঃ নূরুজ্জামান বাংলাদেশ ক্যান্সার মিশন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম উল্লেখ করেন এবং ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় মোঃ শারফুদ্দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্যান্সার রোগীদের আরো বিস্তৃত করতে ৮টি বিশেষায়িত নির্মাণের উদ্যোগ মুজিব মেডিক্যাল

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেডিক্যাল উপাচার্য অধ্যাপক ডা. আহমেদ বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসাসেবার পরিধি দেশের ৮টি বিভাগে ক্যান্সার হাসপাতাল নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্সার রোগীদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার প্রদানের মাধ্যমে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হচ্ছে। তিনি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ক্যান্সার প্রতিরোধে জনসচেতনা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ক্যান্সার মিশন ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান বলেন, ক্যান্সার মিশন ফাউন্ডেশন বছরে চারবার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও যখন কোন ক্যান্সার আক্রান্ত অস্বচ্ছল রোগী আমাদের কাছে আবেদন করেন তখনই এ সহায়তায় প্রদান করা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। ক্যান্সার মিশন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. নাজমুল করিম মানিক স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি সাদেক হোসেন বাবুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মোঃ বেলাল হোসেন সরকার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

এমএসসি নার্সিং ২০২২ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত ফলাফল প্রকাশ

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর পরিদর্শন ও সন্তোষ প্রকাশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার অফ সাইন্স ইন নার্সিং (এমএসএন) প্রোগ্রাম জুলাই-২০২২ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার ৪ জুন ২০২২ খিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলসহ ৮টি কেন্দ্রে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে ভর্তি পরীক্ষায় ৯৬৭ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯২৫ জন অংশগ্রহণ করেন। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১১টি সংখ্যা হলো শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রথমবারের ডিস্পিলিন চালু ন্যাশনাল এডভান্সড নার্সিং রিসার্চ ইতোমধ্যে

ডিস্পিলিনে আসন ৮১টি। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল এমএসসি নার্সিং মতো ৭টি করেছে। আর ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এন্ড ৬টি ডিস্পিলিন চালু করেছে। চাইল্ড হেলথ নার্সিং এবং মেন্টাল হেলথ এন্ড সাইকিয়াট্রিক নার্সিং ডিসিপ্লিন দু'টি উভয় প্রতিষ্ঠান চালু করেছে।

শনিবার দুপুরে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) ডা. জি এম সাদিক হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে পরীক্ষার ফলাফল মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর কাছে তাঁর কার্যালয়ে হস্তান্তর করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন।

বিএসএমএমইউতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

সুন্দর পরিবেশ গড়তে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

'প্রত্যেককে ১০টি করে লাগানোর আহ্বান'

''কেবল মাত্র একটাই পৃথিবী/ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই জীবনযাপন'' প্রতিপাদ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২২ পালন করেছে। রবিবার সকাল ৮ টায় (৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) দিবসটি উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় আমলকী, বিভিন্ন ঔষধি, রোপণ করা হয়। ডা. মোঃ আহমেদ বলেন, থেকে কার্বন ডাই করে অক্সিজেন পরিবেশের জলবায়ু ক্ষতিকর প্রভাব

টিএসসি চত্বরে তেজপাতাসহ ফলজ বৃক্ষের চারা উপাচার্য অধ্যাপক শারফুদ্দিন বৃক্ষ পরিবেশ অক্সাইড গ্রহণ সরবরাহ করে। ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবর্তনের মোকাবিলায় বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষ রোপণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সবুজ, শ্যামল, সুন্দর পরিবেশ গড়তে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। তিনি আরো বলেন, করোনা মহামারী আমাদেরকে আরো বুঝিয়ে দিয়েছে অক্সিজেন জীবন বাঁচাতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমি প্রত্যেককে আহ্বান জানাচ্ছি ১০টি করে গাছ লাগাতে। আর একটি গাছ কাটলে অবশ্যই ১০টি গাছের চারা রোপণ করতে হবে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক বিগেডিয়ার জেনারেল ডা. নজরুল ইসলাম খান, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. রাসেল, অতিরিক্ত পরিচালক ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা ৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত হয়।

জাপানী প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

রোবোটিক সার্জারির মত আধুনিক সকল সেবা চালু করতে চাই: বিএসএমএমইউর উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে জাপানের দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় (৭ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে দু'দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা উভয় দেশের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক নেবার আহ্বান জানান। প্রধান মিওসি লজিস্টিকস প্রধান নির্বাহী কিয়সি কোম্পানি লিমিটেডের অনুপ সমাদ্দার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি,

বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবায় রোবোটিক সার্জারি, বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট, স্টিমসেল থেরাপী, জিনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউ বর্ন ক্লিনিংসহ অন্যান্য প্রযুক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে চাই। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শহীদুল্লাহ শিকদার ও রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জাপানের প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসাসেবার ইনভেস্টিগেশন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করলে আমরা কিছু প্রস্তাব দিলে তাতে তারা ঐক্যমত পোষণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

৭ই জুন ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস পালিত

৬ দফাই বাঙালির মুক্তির সনদ: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

প্রাক বাংলাদেশ সময়ের ৬-দফা আন্দোলন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের প্রধান সোপান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলাভ এ অনুজ্ঞাকেই প্রমাণিত করলো। ঐতিহাসিক ৬ দফা উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ৭ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ও সি ব্লকের সামনে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এছাড়াও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), বিএসএমএমইউ শাখা পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. স্বপন কুমার তপাদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, নার্স, টেকনোলজিস্ট, ল্যাব টেকিনিশয়ান, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাঙালির মুক্তির সনদ বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। মাননীয় উপাচার্য বলেন, ৭ই জুন এই ঐতিহাসিক দিনটি বাঙালির স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অন্যতম মাইলফলক, অবিস্মরণীয় একটি দিন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে যেসব আন্দোলন বাঙালির মনে স্বাধীনতার চেতনা ও স্পৃহাকে ক্রমাগত জাগিয়ে তুলেছিল ৬ দফা আন্দোলন তারই ধারাবাহিকতার ফসল। এরই ধারাবাহিকতায় উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির অবিস্মরণীয় বিজয়, একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পথ ধরে দেশ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর ৯ মাসের মুক্তি যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ৬ দফা দাবির সাথে যেমন এদেশের মানুষ একাত্মতা প্রকাশ করেছিল, ঠিক তেমনি দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ-যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সব কিছুই সম্ভব হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হয়েছে। মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে কাজ করতে হবে। চলমান উন্নয়নকে ধরে রাখতে ও বেগবান করতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে যাতে বিজয়ী হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবারো দেশের মানুষের জন্য দেশ পরিচালনার সুযোগ পান সে লক্ষ্যে এখন থেকেই সকলকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং কাজ করতে হবে।

বিএসএমএমইউতে এক বছর মেয়াদী ট্রেনিং ফোলোশিপ কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) এক বছর মেয়াদী এডভান্স ফেলোশিপ ট্রেনিং কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বুধবার দুপুর ১২ টায় (৮ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে সার্জারি অনুষদের সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের যেসমস্ত সাবস্পেশালিটিতে এখনো মেডিক্যালের উচ্চ শিক্ষা এমডি বা এমএস কোর্স চালু হয়নি, সেজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বছর মেয়াদী এডভান্স ফেলোশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যার ফলে সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের যে জটিলতা রয়েছে সেটি দূর হবে। মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকরা সহজেই পদোন্নতি পাবেন। পদোন্নতি পেলে কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা বাড়বে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. স্বপন কুমার তপাদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাশ দিবস পালিত

নন এলকোহলিক মানুষ ফ্যাটযুক্ত খাবারের ফলে ৫ শতাংশের লিভার সিরোসিস হয়: উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) গ্যাস্ট্রোএন্টারলোজি বিভাগ ও হেপাটোলজি বিভাগের আয়োজনে ৫ম আন্তর্জাতিক নন-এলকোহলিক ৯ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ স্টেয়েটোহেপাটাইটিস (ন্যাশ) দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ৮টা ১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের সামনে ও ৯ টায় ডি-ব্লকের সামনে বাউল শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশ, বেলুন উড়ানো ও শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, লিভারের বিভিন্ন রোগসহ লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। ফ্যাটিযুক্ত খাবার অবশ্যই কম খেতে হবে। এলকোহল পান করা ছাড়াও অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবারের ফলে লিভারে ক্যান্সার হতে পারে। দেখা গেছে , যারা এলকোহল পান করেন না কিন্তু অতিরিক্ত ফ্যাটিযুক্ত খাবার খাওয়াসহ জীবনযাত্রায় মাত্রাতিরিক্ত অনিয়ম করে তাদের মধ্যে ৫ শতাংশের লিভার সিরোসিস হয়।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে লিভার রোগের উন্নত চিকিৎসা রয়েছে। সম্প্রতি লিভার রোগের চিকিৎসায় ন্যাসভ্যাকের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে। আশা করি এ ট্রায়ালে ইতিবাচক ফল আসবে। যা লিভার রোগীদের চিকিৎসায় নতুন আশার আলো সৃষ্টি করবে। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, নার্সিং ও টেকনোলিস্ট অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. স্বপন কুমার তপাদার, হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আইয়ুব আল মামুন, ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনওয়ারুল কবীর, অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ডা. এসএম ইসহাক, অধ্যাপক ডা. রাজিবুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

বড়দের বিছানায় প্রস্রাব করা একটি রোগ: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

ইউরিন ইনফেকশন কিডনি রোগে কারণেও বিছানায় প্রস্রাব করতে পারে শিশুরা: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ওয়ার্ল্ড বেডওয়েটিং ডে বা বিশ্ব বিছানায় প্রস্রাব দিবস -২০২২ পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় (৯ জুন ২০২২ খিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সি- ব্লকের এমআর খান হলে দিবসটি উপলক্ষে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু নেফ্রোলজি বিভাগ।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা সবাই চাই শিশুর হাসিমাখা মুখ দেখতে। শিশুদের মুখের এ হাসি কেড়ে নেয় রোগ ব্যধি। শিশুদের অন্যান্য রোগের মত বিছানায় প্রস্রাব করাও একটি রোগ। তবে সচেতনার অভাবে অনেক অভিভাবক এটিকে স্বাভাবিকভাবে নেন, লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু বিছানায় প্রস্রাব করা একটি রোগ হিসেবে চিকিৎসা করা হবে। বিছানায় প্রস্রাব কার মূল কারণ হতে পারে শিশুর কিডনি রোগ। এমন হলে দ্রুত শিশুকে চিকিৎসা বিছানায় প্রস্রাব করা রোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে দিলে আক্রান্ত শিশুটি দ্রুত ওঠবে। শিশু নেফোলজি অধ্যাপক ডা. আফরোজা রনজিত রঞ্জন রায় উপস্থাপন করেন।

ইউরিন ইনফেকশন, অভিভাবকদের উচিত হবে করানো। শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল সেটি স্ক্রিনিং করে চিকিৎসা সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে বিভাগের চেয়ারম্যান বেগম, ও অধ্যাপক ডা. সেমিনারে মূল প্রবন্ধ সেমিনারে বলা হয়, শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব করা একটি রোগ। ইউরিন ইনফেকশন ও কিডনি রোগের কারণেও এটা হতে পারে। প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের অসম্পূর্ণতা বা অপরিপক্কতা থাকে ওই শিশুদের। যার ফলে শিশুটি ঘন ঘন প্রস্রাব করে, যখন তখন যেখানে সেখানে প্রস্রাব করে। বিষয়টি খোদ শিশু ও তাদের মা-বাবার জন্য বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর হলেও পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০-১৫ শতাংশ ছেলেরা পাঁচ বছর বয়সেও বিছানায় প্রস্রাব করে। সাধারণত ৬ থেকে ১২ বছরের বয়সের শিশুরা বিছানায় প্রস্রাব করা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ অভিভাবক এটি রোগ হিসেবে আমলে নেন না। আমলে না নেওয়ার ফলে শিশুরা কষ্ট ভোগ করে। সেমিনারে শিশু অনুষদের অধীন বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু নেফ্রোলজি বিভাগে ২০২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ডি- ব্লকের ৩য় তলায় ব্লাডার ক্লিনিক উদ্বোধন করে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। গত অক্টোবর থেকে ৯জনু পর্যন্ত ব্লাডার ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা নিয়ে ৭৯ জন শিশু পুরো সুস্থ হয়েছে। এ ব্লাডার ক্লিনিক থেকে প্রতি মঙ্গলবার সকাল ৮টায় থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিছানায় প্রসাব করা শিশুদের চিকিৎসা দেয়া হয়। এখানে শিশুদের প্রসাব করা শেখানো, বিভিন্ন ব্যায়াম করা শেখানো, মনিটাইজেশনসহ নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শিশু ও শিশুর অভিভাবকদের কাউন্সিলিং করা হয়। বিশ্ব বিছানায় প্রসাব দিবস ৩১ মে সারা বিশ্বে পালন করা হয়।

হৃদরোগ চিকিৎসায় নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন

বিএসএমএমইউতে 'হার্ট ফেলিউর ক্লিনিক'এর শুভ উদ্বোধন

বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে ১০ শতাংশ বরাদ্দের প্রয়োজন: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) 'হার্ট ফেলিউর ক্লিনিক' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় (১১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ব্লকের ৪র্থ তলায় হৃদরোগ বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ এ ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, ইউজিসি অধ্যাপক ডা. সজলকৃষ্ণ ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক। অধ্যাপক ডা. এসএম মোস্তফা জামান সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. চৌধুরী মেশকাত আহমেদ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের বিভিন্নপ্রান্তে হৃদরোগের বিভিন্ন ধরণের রোগী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন। তবে এসব হৃদরোগ আক্রান্ত রোগীরা সঠিক তত্ত্বাবধানে না থাকায় যথাযথ চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগে চালুকৃত 'হার্ট ফেলিউর ক্লিনিক' এসকল রোগীদের একই ছাদের নিচে এনে যথাযথ তত্ত্বাবধান করবে। হৃদরোগ আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি ও ভর্তি ছাড়া রোগীদের তথ্য একসঙ্গে সংগ্রহে রাখবে এ বিভাগ। এতে দেশের হৃদরোগে আক্রান্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে এবং গবেষণার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। হৃদরোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার একটি সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন তৈরী হবে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃদরোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিভাগকে এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে করে হৃদরোগীদের চিকিৎসার জন্য আর দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে ১০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী বলেন, হার্ট ফেলিউর ক্লিনিক চালু হওয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের একটি লালিত স্বপ্নের পূরণ হলো। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে শুধু রোগ নির্ণয় নয়, গবেষণাসহ এ ধরণের রোগীদের সঠিক ফলোআপ বিষয়টি নিশ্চিত হবে, যা রোগীদের জীবন বাঁচাতে বিরাট অবদান রাখবে। অনুষ্ঠানে নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মনজুর মাহমুদ, অধ্যাপক ডা. এম এ মুকিত, অধ্যাপক ডা. জাহানারা আরজু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. দিপল কৃষ্ণ অধিকারী, সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাভিন শেখ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রসুল আমিন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রায়হান মাসুম মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফখরুল ইসলাম খালেদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ফয়সাল ইবনে কবির, কনসালট্যান্ট ডা. শেখ ফয়েজ আহমেদ প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, নার্স, টেকনোলজিস্ট, ল্যাব টেকিনিশয়ান, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার

ব্যথা নিরাময়ের জন্য খেয়ালখুশি মতো ওষুধ খাওয়া যাবে না: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) "লো ব্যাক পেইন" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় (১২ জুন ২০২২) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল সেমিনারের অধীনে ফিজিক্যাল মেডিসিন, রিউমাটোলজি বিভাগ ও নিউরোসার্জারি বিভাগ যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে।

সেমিনারে উঠে আসে, বেশীর ভাগ কোমড়ের ব্যথা সাধারণ ব্যথা। কোমড় ব্যথার শতকরা ৯০ ভাগ রোগীই যদি রেস্টে দেয়া যায়, ফিজিক্যাল এক্টিভিটি করলে ভাল হয়ে যায়। অধিকাংশ কোমড় ব্যাথা নিয়ম কানুন মানার মাধ্যমে প্রতিকার করা সম্ভব। এর বাইরে মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমেও অধিকাংশ কোমড় ব্যথার প্রতিকার সম্ভব । ব্যথা নিরাময়ে স্টোরয়েড প্রয়োগ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। স্টেরয়েড শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ক্লুরোসকপি ও আলট্রাসাউড গাইডেড ইন্টারভেনশন করা হয়। এর ফলে অপারেশন এড়ানো যায় এবং রোগীরা আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, অনেকের হাঁটতে গেলে চলতে গেলে ব্যাথা হয়, কারো পিঠে ব্যাথা, কোমড়ে ব্যাথা হয়। কেউ নিচু হয়ে কিছু তুলতে গেলে এমন ব্যাথা হয় যাতে তাকে সারাদিন শুয়ে থাকতে হয়। ব্যথার কারণে অনেককে মাসখানেক শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। চেয়ারে বসে কাজ করতে গেলে অনেকে পিঠে ব্যথা অনুভব করেন। এসব ব্যথা তিনটি কারণে হয়ে থাকে। পিএলআইডি বা লাম্বার ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস, স্পাইনাল স্টেনোসিস, হার্নিয়েশন অব লাম্বার ডিস্কে ইনজুরি হলে এসব মিলে লো ব্যাক পেইন হতে পারে। এছাড়াও কোমড়সহ মাসলে আঘাত লাগলেও ব্যথা হতে পারে। এমন ব্যথা নিরাময়ে নিচু হয়ে ভারী কিছু না তোলা, ওজন যেন বৃদ্ধি না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা, শক্ত বিছানায় শোয়ার অভ্যাস করা। এসব মানলে কোমড় ব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, ব্যথা নিরাময়ের জন্য এলোমেলোভাবে ওষধু খাওয়া যাবে না। খেয়ালখুশি মতো ব্যথার ওষুধ খেলে কিডনিসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। ব্যথার ওষুধে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধ ছাড়াও ব্যথা নিরাময়ে রেডিয়েশন, হিট থেরাপি দেয়া যেতে পারে। শেষে অপারেশেনের মাধ্যমে এ ব্যথা দূর করা হয়। অর্থাৎ কোমড় ব্যথা নিরাময়ে শরীর চর্চা, নির্দিষ্টমাত্রার ওষুধ প্রয়োগ এবং সর্বশেষ অপারেশন করে লো ব্যাক পেইন প্রতিকার করা যায়। তবে নিয়ম কানুন মেনে ব্যথা নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ফিজিক্যাল মেডিসিন, রিউমাটোলজি ও নিউরো সার্জারির মত বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনে মতামত নিতে হবে। প্রয়োজন হলে এমআর আই, সিটিস্ক্যান করে কোন ধরণের চিকিৎসা লাগবে সেটি নির্ধারণ করা যায়।

নিউজরো সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, রিউমাটোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. আরিফুল ইসলাম, ফিসিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. তরিকুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারের প্যানেল এক্সপার্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশররফ হোসেন, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু সালেক, নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী ও সেন্ট্রাল সাব কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিক। নিউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো: শহীদুল্লাহ সবুজ সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন।

সেমিনারে কিনোট স্পিকার হিসেবে নিউরো সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন বলেন, বেশীর ভাগ কোমড়ের ব্যথা সাধারণ ব্যথা। কোমড় ব্যথার শতকরা ৯০ ভাগ রোগীই যদি রেস্টে দেখা যায়, ফিজিক্যাল এক্টিভিটি করলে ভাল হয়ে যায়। যখন কোমড়ের ব্যথার সাথে পায়ের ব্যথা থাকে, পায়ের শক্তি কমে যাবে, প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ হয়ে যায় তখন এটিকে বলি আমরা রেড ফ্ল্যাগ সাইন। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কোমড়ের ব্যথার অধিকাংশই ডিস্ক প্রল্যাপসই হয়ে থাকে। এছাড়াও কোমড়ে আঘাত পাওয়া, টিউমার বা বয়স্ক লোকদের কোমড়ে পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে কোমড়ে ব্যথা হতে পার। কোমড় ব্যথা নির্ণয়ের জন্য রেডিওলজি বিভাগে এমআরআই, সিটি স্ক্যান করে যদি দেখা যায়, নার্ভে চাপ দিয়ে আছে, স্পাইনাল কর্ডে চাপ দিয়ে আছে সেটি হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউরোস্পাইনাল সার্জারি বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে। মেরুদন্ডের যেকোন ধরণের অপারেশনের জন্য দেশের বাইরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেই এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

বিএসএমএমইউয়ে 'জাতীয় ক্যাডাভেরিক কমিটি'র গোলটেবিল বৈঠক
১ জন থেকে বাঁচবে ৮ প্রাণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) কিডনীসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিষয়ক 'জাতীয় ক্যাডাভেরিক কমিটি'র গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টায় (১৩ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এ বৈঠক আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ক্যাডাভেরিক কমিটির সেল।

বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্রেইন ডেথ ১ জন রোগী থেকে ৮ জনের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টটি অন্যান্য ট্রান্সপ্লান্ট থেকে সহজ। একজন ব্রেইন ডেথ রোগী ২টি কিডনি ২ জনকে, ১ টি লিভার ১ জনকে, ২টি লাঞ্চ ২ জনকে, হৃদযন্ত্র ১ জনকে, অন্ত্র ১ জনকে, অগ্ন্যাশয়কে ১ জনকে দান করে জীবন বাঁচাতে পারেন। তিনি বলেন, ক্যাডাভেরিক একটি মহৎ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এ কার্যক্রম সফল করতে রোগীর পরিবারের সদস্যেদের যেমন সহায়তা প্রয়োজন তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানের উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পুনরায় শুরু হবে। আমরা এ বছরের মধ্যেই ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা লিভার ও ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টের কাজে সকলের সহযোগীতা কামনা করি। বিশেষ করে গণমাধ্যমের ভূমিকা এখানে অনেক বেশী। গণমাধ্যম যদি ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টের গুরুত্ব প্রচার করে তাহলে আমাদের কাজ সহজ হবে। জনগণও এতে উপকৃত হবে। আমরা গণমাধ্যমের কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আমরা প্রতিমাসে এক এক ইনস্টিটিউটে আলাদা করে ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আলোচনা সভা করার আহ্বান করছি। এর ফলে আমরা কেন ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট করব, কাদের কাছে করব, ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টের গুরুত্ব সকলকে বুঝাতে পারব। গোলটেবিল বৈঠকটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডাভেরিক সেলের প্রধান ও প্রস্তর অধ্যাপক ডা. মো: হাবিবুর রহমান দুলাল সভাপতিত্ব করেন।

গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যানেসথেসিয়া এ্যানালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. মোঃ আশরাফুজ্জামান সজিব ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। ইরোলোজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. কার্তিক চন্দ্র ঘোষ সঞ্চালনা করেন। এসময় অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট সোসাইটির সভাপতি কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন উর রশীদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং এন্ড টেকনোলজিস্ট অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, কিডনি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা.মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ রফিকুল আলম, ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ইসতিয়াক আহমেদ শামীম, অধ্যাপক ডা. একেএম খুরশিদ আলম, অধ্যাপক ডা. তৌহিদ মোঃ সাইফুল হোসেন (দিপু), সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ২০২২ পালিত

সব রোগীকে সমান চোখে দেখতে ও সেবা দিবে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য
নিজ নিজ জন্মদিনে রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসার আহ্বান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস -২০২২ পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ জুন ২০২২খ্রিস্টাব্দ তারিখ) সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের সামনে দিবসটি উপলক্ষে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ একটি শোভাযাত্রা বের করে। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ডোনেটিং ব্লাড ইজ অ্যান অ্যাক্ট অব সোলিডারিটি, জয়েন দ্য ইফোর্ট অ্যান্ড সেভ লাইভ' অর্থাৎ রক্তদান একটি সম্মিলিত প্রয়াস, এই প্রয়াসে সংযুক্ত হন, রক্তদান করুন ও জীবন বাঁচান।'

শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথির হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় রক্ত সঞ্চালন বিভাগ নিয়ে গর্ব করে। রক্ত সঞ্চালন বিভাগটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর নিজে উদ্বোধন করেন। রক্ত সঞ্চালন বিভাগটি ইতিহাসের অংশ। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত যারা রয়েছেন তারা দিন রাত পরিশ্রম করে মানুষরে জীবন বাঁচিয়ে চলেছেন। জীবন বাঁচানোর একটি অংশ হল রক্তদান। বছরে তিন বার রক্ত দিলেও কোনো সমস্যা হয় না বরং রক্ত সঞ্চালন ভালো থাকে। তিনি বলেন, মেয়েরা অনেকটা রক্তশূণ্য হলেও মারা যায় না। কারণ তারা মেনুস্ট্রাল সাইকেলের জন্য এ বিষয়ে এডাপ্ট হয়ে যায়। পুরুষ যদি বছরে তিন বার রক্ত দান করেন তারাও শারীরিকভাবে এডাপ্টেশন হয়ে যায়। রক্ত দিলে ক্ষতি হয় না বরং লাভ হয়। রক্তদানে মানুষ সদকায় জারিয়া পায়। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, রক্ত দানে মানুষ সুস্থ থাকে। এতে তারা কর্মক্ষমতা থাকে। এতে মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে। মানুষের আর্থিকভাবে ভাল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর মত বড় বড় প্রকল্প চালু করেন। এই সেতু চালু হওয়ার পর দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল হবে। তিনি বলেন, মানুষের জীবন বাঁচাতে যে মহান ব্যক্তি প্রথম রক্ত দিয়েছিলেন সেদিন হিসেবে প্রতিবছর ১৪ জুন সারা বিশ্বে রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালন করেন। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা যেনো সব রোগী সমান চোখে দেখেন এবং সেভাবেই সেবা দেন। আমরা যেনো তা পালন করি। রক্ত দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমরা নিজ নিজ জন্মদিনেও রক্ত দিতে পারি। ১৮ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে আমারা সবাই যেনো রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে অবদান রাখি। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. আয়েশা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আতিয়ার রহমান, সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন, কাউন্সিলর ও মিডিয়া সেলের সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রোগীরা আগেভাগেই জানতে পারবেন হার্ট ফেলিউরের ঝুঁকি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো এনটি-প্রো বিএনপি টেস্ট চালু হয়েছে। এর ফলে ডায়াবেটিসহ সকল মানুষ আগেভাগেই জানতে পারবেন হার্ট ফেলিউরের ঝুঁকি রয়েছে কিনা। হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিক কার্যক্রম নির্ণয়ের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই টেস্টটি চালুর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগ ও এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগ যৌথভাবে ১৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে, সকাল ১১টায় শহীদ ডা. মিলন হলে সিএমই প্রোগ্রামসহ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ হারিসুল হক, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সোহেল মাহমুদ আরাফাত। সম্মানিত অতিথি ছিলেন এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক ডা. মোঃ ফরিদ উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান (ডায়াবেটিস ও হরমোন) অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ আবুল হাসানাত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহজাদা সেলিম ও রোশ ডায়াগনস্টিকের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক ডা. দিপিকা জিনদাল। রোগীরা সাশ্রয়ী মূল্যে এই টেস্টটি করতে পারবেন। এই আয়োজনের চ্যানেল পার্টনার হলো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ডায়াগনস্টিক ইকুয়িপমেন্ট ও রিএজেন্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বায়োটেক সার্ভিসেস এবং রোশ ডায়াগনোস্টিকস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ বলেন, এনটি-প্রো বিএনপি টেস্ট হার্ট ফেলিউর প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে। বর্তমান প্রশাসনের আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসাসেবা ও সাইন্টিফিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এসময় তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সবাইকে সঠিক সময়ে আসা এবং সঠিক সময়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের সমস্যাগুলো নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সমাধান করতে হবে। ভালো কাজ সাহস নিয়ে সততার সাথে করতে হবে। সততা নানাভাবে প্রকাশ করা যায়। কাজের মাধ্যমে সততার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব। রোগীদেরকে প্রতারিত না করে সঠিক পরামর্শ দেওয়াটাও সততার সৌন্দর্য্যের মধ্যে পড়ে। তিনি রেসিডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের এই সময়টা অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত। কারণ এর চাইতে সুন্দর সময় তারা আর কখনই ফিরে পাবেন না। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ আবুল হাসানাত ডায়াবেটিসের কারণ ও উৎসের উপর আলোকপাত করেন। ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল তার বক্তব্যে হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহজাদা সেলিম বলেন, বিএনপি টেস্ট হলো হার্ট ফেলিউরের প্রারম্ভিক সনাক্তকরণ পরীক্ষা। রোগীর শরীরে হার্ট ফেলিউরের লক্ষণ দেখা দেয়ার কমপক্ষে ছয় মাস আগে এই পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেলিউরের ঝুঁকি নির্ণয় করা যাবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। ডায়াবেটিস ও হার্ট ফেলিউরের দিক থেকে বাংলাদেশের মানুষ তীব্র ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই হার্ট ফেলিউরের ঝুঁকি সনাক্তকরণ এই পরীক্ষা অবশ্যই দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো

নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সভাপতি নওরিন, সাধারণ সম্পাদক সুজন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমবারের মতো নার্সেস এ্যাসোসিশনের নির্বাচন ২০২২ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (১৮ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে) নির্বাচনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল। নির্বাচনে পর্যবেক্ষক টিমের নেতৃত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার। প্রধান ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক। প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল।

নার্সেস এ্যাসোসিশনের নির্বাচন ২০২২ এ ৮৫৭ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সিনিয়র স্টাফ নার্স নওরিন আক্তার। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক খালেদা আক্তার। সাধারণ সম্পাদক পদে ৯৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সিনিয়র স্টাফ নার্স সুজন চন্দ্র দেবনাথ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি হয়েছেন সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছাম্মৎ সামছুন্নাহার। অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন সহ সভাপতি পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছা নুরুন নাহার খাতুন, সহকারী-সেবা তত্ত্বাবধায়ক ঝর্ণা মন্ডল, নার্সিং অফিসার রাশিদা বেগম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স সাদিয়া সুমি, সিনিয়র স্টাফ নার্স বিপুলা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স মোঃ আরিফ হোসেন, সহ সাংগঠনিক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স মোঃ বশির আহমেদ, সিনিয়র স্টাফ নার্স ইসরাত জাহান, কোষাধ্যক্ষ পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছাঃ নাজনীন খাতুন, আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স মমতাজ বেগম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স সুব্রত কুমার সরকার, দপ্তর সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স জনি যোনাস টপপো, যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে সহকারী সেবা তত্ত্বাবধায়ক মমতাজ বেগম, স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স মাকুসদা আক্তার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স শবনম নুরানী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স রোকসানা আক্তার, শিক্ষা গবেষণা ও মানবসম্পদ পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স লায়লাতুল ফেরদৌস, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স ফেরদৌসী আক্তার, সহ-সম্পাদক পদে সিনিয়র স্টাফ নার্স সুমি হালদার, সিনিয়র স্টাফ নার্স শামীমা ইয়াছমিন, সিনিয়র স্টাফ নার্স তানিয়া খানম। যারা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন সিনিয়র স্টাফ নার্স বিথী সরকার, সিনিয়র স্টাফ নার্স মিতু আলম, সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছাঃ মুন্নি খাতুন, সিনিয়র স্টাফ নার্স মোসা আখতারুন নেসা, সিনিয়র স্টাফ নার্স হোসনে আরা, সিনিয়র স্টাফ নার্স মোসা জুলিয়া আক্তার, সিনিয়র স্টাফ নার্স তাসলিমা খাতুন, সিনিয়র স্টাফ নার্স সাবা খান, সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা বেগম এবং সিনিয়র স্টাফ নার্স লিজা আক্তার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেশের প্রথমবারের মতো গর্ভাবস্থায় ভ্রুণের ক্রটির ঝুঁকি নির্ণয় পরীক্ষা চালু

অটিজম ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো গর্ভাবস্থায় প্রথম ৩ মাসের ভ্রুণের ক্রোমোজোমাল বা জিনগত ত্রুটি নির্ণয় পরীক্ষা চালু করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় (১৪ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এই পরীক্ষার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ, ফিটোম্যাটারনাল মেডিসিন বিভাগ, রেডিওলজি ইমেজিং বিভাগ এবং ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের সমন্বয়ে এই পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এখন থেকে বিএসএমএমইউতে দেশেই মায়ের গর্ভে ১১ হতে ১৪ সপ্তাহে অর্থাৎ বাচ্চার আকার যখন দেড় থেকে দুই ইঞ্চি তখনই মায়ের গর্ভে ভ্রুণ ডাউন সিনড্রোম ও অন্যান্য ক্রোমোজোমাল ত্রুটিতে আক্রান্ত কি না তার ঝুঁকি নির্ণয় পরীক্ষা করা যাবে। পরীক্ষায় উচ্চ ঝুঁকি পাওয়া গেলে তা আরেকটি পরীক্ষার মাধ্যমে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যাবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটোরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন ব্যাসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরপদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ল্যাবরেটোরি মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল দেশে ডাউন সিন্ড্রোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের সংখ্যা ও সমাজে তার প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করেন। রোস ডায়াগনস্টিকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নরেন্দ্র ভাদ্রে ও জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক ডা. দিপিকা জিনদাল গর্ভাবস্থায় ভ্রুণে জেনেটিক ত্রুটি নির্ণয়ের প্রযুক্তিগত ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত বলেন। অনুষ্ঠান থেকে জানানো হয়, দেশে প্রায় আড়াই লাখ ডাউন শিশু আছে। ডাউন শিশু হলো এক ধরণের ক্রোমাজোমাল এমনরমালিটি। স্বাভাবিক ক্রোমাজোমালের সাথে অতিরিক্ত একটি ক্রোমোসোম চলে আসলে সেই জেনেটিক এবনরমালিটি হিসেবে জন্ম নেয়। ভ্রুণের ক্রোমোজোমাল বা জেনেটিক ত্রুটির মধ্যে ডাউন সিনড্রোম অন্যতম। ডাউন সিনড্রোম সম্পর্কে সচেতনতা না থাকায় দিন দিন দেশে ডাউন শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। বেশীরভাগ ডাউন শিশুর জন্মগত হার্টের সমস্যা থাকে বলে অনেক শিশু জন্মের পর মারা যায়। যা নবজাতকের মৃত্যু হার বাড়ায়। আর যারা বেঁচে থাকে তারা মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে সংসার ও দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্রসব জনিত জটিলতায় মাতৃ মৃত্যুরোধের বিষয়টি যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। অনাগত শিশুর ডাউন সিন্ড্রোমের মতো জেনেটিক বা জন্মগত ত্রুটির বিষয়টি সেভাবে আলোচনায় কখনো আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশে গর্ভবতী মায়ের সেবা দেয়ার সময় মাকে ডাউন সিনড্রোম সম্পর্কে ধারণা দেয়া চিকিৎসকের জন্য বাধ্যতামূলক হলেও আমাদের দেশে তা উপেক্ষিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দেশে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় পনেরোটি (১৫টি) ডাউন শিশুর জন্ম হয়। নারী যত অধিক বয়সে মা হবেন, তার সন্তান ডাউন শিশু হবার সম্ভাবনাও তত বেশী হবে। যেমন ২৫ বছর বয়সের প্রতি ১২০০ জন গর্ভবতী মায়ের মধ্যে একজনের, ৩০ বছর বয়সের প্রতি ৯০০ জন মায়ের মধ্যে একজনের ডাউন শিশু হতে পারে। কিন্তু ৩৫ বছর বয়সের পর ঝুঁকি দ্রুত বাড়তে থাকে। ৩৫ বছর বয়সের প্রতি ৩৫০ জন গর্ভবতী মায়ের মধ্যে একজনের এবং ৪০ বছর বয়সের প্রতি ১০০ জন মায়ের একজনের ডাউন শিশু হতে পারে। আল্ট্রাসনোগ্রাফী করে মায়ের পেটে ১১ হতে ১৪ সপ্তাহের শিশুর ঘাড়ের পিছনের তরলের মাত্রা, গর্ভবতী মায়ের শরীরে 'প্যাপ এ", "বিটা এইচসিজি" নামক হরমোনের মাত্রা একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট তৈরী করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রিয় হবার কারণ হলো অনেকগুলো বিভাগ একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৭টি বিভাগ ও ১০৭ টি কোর্স রয়েছে। আমাদের কোর্সগুলো আবার ইন্টার রিলেটেড। সব বিভাগ ও কোর্সের শিক্ষক চিকিৎসকরা সমন্বয় করে চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকেন। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আজকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্মরণীয় দিন। গর্ভবতী মায়েদের যদি আমরা আরলি স্ক্রেনিং করতে পারি, তাহলে দেশের বার্ডেন কমানো সম্ভব। বার্ডেনটা কি? এই অটিস্টিক শিশু বা ডাউন সিন্ড্রোম রোগী। এসব রোধে আমাদের বিশেষজ্ঞরা মত দিয়ে থাকেন, বেশী বয়সে বিয়ে করা ঠিক হবে না। উপযুক্ত বয়সে বিয়ে হওয়া দরকার। ত্রিশ বছর বয়সে বা পরে যদি বিয়ে হয়, ৯০০ জন মায়ের মধ্যে একজন ডাউন শিশু জন্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু ৩৫ বছর বয়সের পর ঝুঁকি দ্রুত বাড়তে থাকে। ৩৫ বছর বয়সের প্রতি ৩৫০ জন গর্ভবতী মায়ের মধ্যে একজনের এবং ৪০ বছর বয়সের প্রতি ১০০ জন মায়ের একজনের ডাউন শিশু হতে পারে। উপাচার্য বলেন, ডাউন শিশু চেনার উপায় হলো শিশুর বুদ্ধি কম থাকে, নাক চ্যাপ্টা থাকে, কথা বলা দেরিতে শিখে, বসেত কষ্ট হয়, হাটতে দেরি হয়। তাদের জন্ম পর বাবার যেমন কষ্ট সমাজের কষ্ট। কোন শিশু যদি কনজেনিটাল ক্যাডল্যাক নিয়ে জন্ম হয়, তার যদি চিকিৎসা করা না হয়, সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কষ্ট হয়। শিশুর জন্মের আগেই যদি আমরা ডাউন শিশু স্ক্রিনিং করতে পারি তাহলে বাবামাসহ সমাজের কিছু মানুষ কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, জন্মের পরে আমরা শিশুদের স্ক্রিনিং প্রকল্প শুরু করেছি। গবেষণার কাজে ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭ টি প্রজেক্ট জমা হয়েছে। ওয়ান থার্ড প্রজেক্ট আমরা পাবো বলে আশা করি। ভবিষ্যতে সেবায়, শিক্ষায় ও গবেষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানের উন্নীত হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল করে দিয়েছেন। শীঘ্রই এ হাসপাতাল চালু হবে। অন্যান্য বক্তারা বলেন, ডাউন সিনড্রোম এর কারন, প্রতিরোধ ও মায়ের গর্ভে ডাউন সিনড্রোম নির্ণয় ও ডাউন শিশুদের বিশেষ যত্নের ব্যপারে আমরা সচেতনতা তৈরী করার চেষ্টা করছি। সচেতনতার মাধ্যমে মেধাদীপ্ত শিশুর জন্ম নিশ্চিত করে সুখি পরিবার গড়াই আমাদের লক্ষ্য।

জাতির জনকের প্রতি বিএসএমএমইউর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বঙ্গবন্ধু উত্তর দেশের সকল উন্নয়ন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতির জনকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় (২৩ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, মেট্রোরেল নির্মাণ হচ্ছে, দেশে পাঁচটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধু উত্তর দেশের সকল উন্নয়ন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। স্বাধীনতার ধারক হিসেবে আমদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি রুখে দিতে হবে।

তিনি বলেন, স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও একটি দল আসেনি। তারা কোন উন্নয়ন চায় না। তাই উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা যেতে চায় না। অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আগামী বছর আসছে জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে জয় লাভ করতে হলে ভাল কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ভাল কাজের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে হবে। আজকের ঐতিহাসিক ২৩ জুনের উদ্দেশ্য হলো ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেবো। এসময় দেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেবার শপথ করার আহ্বানও জানান তিনি। কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন কুমার তপাদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, নার্স-ব্রাদার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপস্থিত ছিলেন।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ঐতিহাসিক উদ্বোধন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ র‍্যালি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা থাকলে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর, হংকং এর চাইতেও উন্নত হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে শনিবার ২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৭টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বেলুন উড়িয়ে আনন্দ র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সাথে ছিল বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন। এর আগে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান, কর্মচারীবৃন্দ বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সর্বসাধারণকে সরাসরি বড় পর্দায় দেখানোর জন্য ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেইজ বুক-এও পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরসারি দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়। ঐতিহাসিক এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের মাঝে বিরাজ করছে আনন্দ অনুভূতি। সাজ সাজ আমেজ বিরাজ করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের লক্ষ্যে সকাল ৭টার কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে মাওয়ার জনসমাবেশ স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

আনন্দ র‍্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতে বারবার ক্ষমতায় আসতে পারেন সে লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ হংকং, সিঙ্গাপুরের চাইতেও উন্নত হবে। আনন্দ র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যাগ ডে ২০২২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

বিএসএমএমইউয়ে ইএনটি বিভাগে এ্যাডভান্সড ক্লিনিক্যাল ফেলোশিপ ট্রেনিং দক্ষতা অর্জনে উন্নত প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই: বিএসএমএমইউ উপাচায

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দক্ষতা অর্জনের জন্য উন্নত, গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণা কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে দিকে এগিয়ে নিতে বর্তমান প্রশাসন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রবিবার (২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি (ইএনটি) বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ্যাডভান্সড ক্লিনিক্যাল ফেলোশিপ ট্রেনিং ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ হেড এন্ড নেক সার্জারী ডিভিশনের অধীনে ১ বছর ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

পদ্মা সেতু থেকে অনুপ্রেরণা প্রাপ্তি নিয়ে তিনি বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে চাইলেই আমরাও সব কাজ করতে পারি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমরাও পারি এমন মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। দৃঢ় মনোভাব নিয়ে কাজ করলেই আমরা সামনের দিকে আগাতে পারব।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা.একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আজহারুল ইসলাম ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. সৈয়দ ফারহান আলী রাজীব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এডভান্স ক্লিনিক্যাল ফেলোশিপ ট্রেনিং এর কোর্স কো-অর্ডিনেটর এবং হেড এন্ড নেক সাজারি ডিভিশনের চিফ অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী, বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান তরফদার, অধ্যাপক ডা. আবুল হাসনাত জোয়াদার।

বিএসএমএমইউর অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটি গঠন আহ্বায়ক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আহ্বায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ও সদস্য সচিব হিসেবে নিউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ্ (সবুজ) দায়িত্ব পেয়েছেন।
সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টায় (২৭ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের ওপেনিং মেম্বারশিপ ড্রাইভ' অনুষ্ঠানে এ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ২৪ বছর পর এই প্রথম এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা নেয়া শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবনের মানোন্নয়ন, ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয়ে উন্নততর করার লক্ষ্য ও গত ২৫ এপ্রিল এ কমিটি গঠন করা হয়। রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কুমার তপাদার এ আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন করেন।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, দীর্ঘ ২৪ বছরের অচলায়তন ভেঙ্গে আমরা অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের যাত্রা শুরু করলাম। এ সংগঠনের সকল সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে পেশার মানোন্নয়নে নানান পদক্ষেপ নেবে। সদস্যদের বিপদে আপদে সবাই একসঙ্গে থাকবে। আমরা খুব শীঘ্রই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করব।

এ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।
আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য সদস্যারা হলেন বেসিক সাইন্স এন্ড প্যারা ক্লিনিক্যাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বণিক, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু, শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, হেপাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহাতাব, অধ্যাপক ডা. শাহীন আখতার, নিউরো সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রেজাউল আমিন টিটু, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোছা: সাঈদা শওকত, সহযোগী অধ্যাপক (সার্জারি অনকোলজি) ডা. মোঃ রাসেল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো: রসুল আমিন।

এর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সংগঠনের প্রথম সদস্য ফরম পূরণ করেন। সংগঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চের শিক্ষার্থীরা সদস্য হতে পারবেন।

শিগগিরই ৫-১২ বছরের শিশুদের করোনার টিকা দেওয়া হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ ধন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

করোনা থেকে সুরক্ষায় শিগগিরই ৫-১২ বছরের শিশুদের টিকা দেওয়া হবে। কিছু দিন আগেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) অনুমোদন ছিল না। এখন অনুমোদন পেয়েছি, শিশুদের জন্য উপযোগী টিকাও আমাদের হাতে এসেছে। শিগগিরই তাদের টিকা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার (২৮ জুন) দুপুর ১২ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) আয়োজিত 'সার্টিফিকেট কোর্স অন নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার' শীর্ষক কোর্সের উদ্বোধনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠান ২০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে সনদপত্র তুলে দেয়া হয়।

তিনি বলেন, সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, দেশে ৫-১২ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা দুই কোটি ২০ লাখ। তাদেরকে জন্মসনদ দিয়ে সুরক্ষা অ্যাপে টিকার নিবন্ধন করতে হবে। যারা এখনো নিবন্ধন করেনি। তাদের অভিভাবকদের অনুরোধ করবো দ্রুত নিবন্ধন করুন।'

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন , দেশের স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে দেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। স্বাস্থ্যের উন্নয়ন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নও হচ্ছে। টিকায় আমরা উন্নয়ন করেছি। প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন হিরো হয়েছেন। আমরা শিশু মৃত্যু হার কমিয়েছি। তিনি বলেন, আমরা দেশের সর্ব বৃহৎ বার্ন ইনস্টিটিউট করেছি। আটটি বিভাগে আলাদা বার্ন ইউনিট করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই পাঁচটি বিভাগে কাজ শুরু হয়েছে। সব বিভাগে ক্যান্সার, হৃদরোগসহ আটটি বিশেষায়িত হাসপাতাল করেছি। তিনি বলেন, কালাজ্বর, কলেরা, ডায়রিয়া, সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এক সময় গ্রামের পর গ্রাম মানুষ মারা যেত। আমরা অনেক কাজ করেছি। বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গবেষণায় গুরুত্বারোপ করেছেন। গবেষণার মাধ্যমেই দেশ এগিয়ে যাবে। দেশে আগে বাইপাস সার্জারি হতো না, এখন অহরহ হচ্ছে। ট্রান্সপ্লান্ট হতো না, এখন হচ্ছে। আগে আমরা ওষুধ আমদানি করতাম, এখন রপ্তানি করি। টিকা তৈরির পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে গোপালগঞ্জে জায়গা নিয়েছি। সেখানেই সকল টিকা উৎপাদন করব।

স্বাথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা আরও এগিয়ে যাক। অর্থসহ যতো সহযোগিতা দরকার, সব আমরা দেব। বিএসএমএমইউর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল রেডি হয়ে আছে। সেপ্টেম্বরের শুরুতে আমরা উদ্বোধন করব প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। এটি দেশের সবচেয়ে ভালো হাসপাতাল হবে আশা করি। মন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে রোগীরা যেন ভালো সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোনো রোগীই যেন দেশের বাইরে না যায়। করোনায় কেউই বাইরে যেতে পারেনি। এতে আমাদের সক্ষমতা প্রমাণ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের মাঝেও রয়েছে প্রখর মেধা। সারাবিশ্বেও আগে এমন শিশুদের অবহেলা করা হতো। সেই অবহেলা থেকে মানুষের মাঝে এনে তাদেরকে দিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তার প্রমাণ হিসেবে এই কার্ডে অর্কের আঁকা (আমন্ত্রণপত্রের ছবি) ছবি । এমন বিশেষ শিশুদের নিয়ে কাজ করছে ইপনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন শিশুদের হাতে আঁকা ছবি প্রতি ঈদের শুভেচ্ছা কার্ডে ব্যবহার করেন। পৃথীবির বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে এ বৈশিষ্ট ছিল। নিউটনও তাদের মধ্যে রয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ধন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য। বিশ্বব্যাংকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ দেশে তিনি পদ্মা সেতু নিমার্ণ করেছেন। এটি স্বাধীনতার পর বড় একটি অর্জন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আখতার।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু প্রমুখ।

বিএসএমএমইউয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৭১৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার বাজেট ঘোষণা "ঘোষণা করা হল পরিচালন, উন্নয়ন ও গবেষণা বাজেট"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২০২৩খ্রিস্টাব্দ অর্থ বছরের জন্য ৭১৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১-২০২২খ্রিস্টাব্দ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫৪৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ২৯ জুন ২০২২খ্রিস্টাব্দ, বুধবার, বিশ্ববিদ্যায়ের বি ব্লকের নীচ তলায় ডা. মিল্টন হলে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাজেট সম্পর্কিত এ তথ্য জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। বাজেট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। এর আগে একই স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬তম সিন্ডিকেট সভায় সিন্ডিকেটের সভাপতি ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই গুরুত্বপূর্ণ সভায় সিন্ডিকেটের সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে এই বাজেট অনুমোদিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল আজিজ, মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, অধ্যাপক ডা. এএইচ এম জহিরুল হক সাচ্চু, বিশিষ্ট সাংবাদিক ওমর ফারুক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা.স্বপন কুমার তপাদার, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব গৌর কুমার মিত্র প্রমুখসহ সম্মানিত ডীনবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ঘোষণা করা হয় পরিচালন, প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেট ও গবেষণা বাজেট। সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন বলেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হয়েছে। দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর স্বপ্নও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়ন হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ অবশ্যই উন্নত দেশে পরিণত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কোভিডকালীন পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে করোনা মোকাবিলায় জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দেশের সব রোগীরা যাতে দেশেই সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা পান তা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ধরে শীঘ্রই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। সংবাদ সম্মেলনে সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ দেশের মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এসব লক্ষ্য পূরণেই যতটা সম্ভব ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিয়ত বিশ্বে নতুন নতুন বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, যার মোকাবেলার জন্য গবেষণা অপরিহার্য। বর্তমান বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। করোনা কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমান বাজেটে অক্সিজেন বাবদ পৃথক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলাতেও বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যক্রম, ভ্যাকসিন প্রদান, চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এবছর ঘোষিত বাজেটে ৭১৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) থেকে প্রাপ্ত (৩২০.০০+১৪৪.৪৪)=৪৬৪.৪৪ (চারশত চৌষট্টি দশমিক চৌচল্লিশ) কোটি টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয় থেকে (৬০.০০+২০)=৮০ (আশি) কোটি টাকাসহ, মোট =৫৪৪.৪৪ (পাঁচশত চৌচল্লিশ দশমিক চৌচল্লিশ) কোটি টাকা সংগ্রহ হবে। মোট ঘাটতি =(১১২.৫৬ +৩৩.৯০+২৭)= ১৭৩.৪৬ (একশত ছয়চল্লিশ দশমিক ছয়চল্লিশ এক) কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে চাওয়া হবে। এবছর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতে ২৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বৃত্তি ও মেধা বৃত্তিতে রাখা হয়েছে ৩৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। পথ্যতে রাখা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন খাতে রাখা হয়েছে ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। চিকিৎসা ও শৈল্য সরঞ্জামাদিতে রাখা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। অক্সিজেনের জন্য রাখা হয়েছে ১১ কোটি টাকা। ডেভলপমেন্ট ও বিবিধ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। বাজেটে বেতন ভাতা খাতে মোট ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৭৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। বাকি টাকা পেনশন মঞ্জুরীসহ বিভিন্ন খাত ও উপখাতে ব্যয় করা হবে।

চোখের ছানির অপারেশন ভীতি দূর করতে হবে

২০৩২ সালের মধ্যে ৩২০০ জন চক্ষু চিকিৎসকের প্রয়োজন: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ছানি সচেতনা মাস পালিত হয়েছে। বুধবার দুপুর ১ টায় (২৯ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্যাটারাক্ট অ্যান্ড রিফ্র্যাকটিভ সার্জনস (বিএসসিআরএস) একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় উঠে আসে, চোখের ছানি জনিত অন্ধত্ব হল সারা বিশ্বে প্রতিরোধ যোগ্য রোগের একটি। ছানি অন্ধত্ব এবং সচেতনতা বাড়াতে জুন সচেতনতার মাস। দেশে রোগী রয়েছে এবং দেশ প্রতিরোধে সচেতনতার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শারফুদ্দিন আহমেদ রচিত (ইংরেজি) প্রভাষক সম্পাদিত আই প্রোবলেমস এন্ড সলুশনস "Eye Problems & Solutions" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

এর প্রতিরোধে সারাবিশ্বে মাস পালিত হয় ছানি পাঁচ লাখের বেশি ছানি থেকে ছানি অন্ধত্ব ও ছানি ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মুজিব মেডিক্যাল উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ ও গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের আনোয়ার পারভেজ

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, চোখের ছানি নিয়ে রোগীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেক রোগীর ছানি সার্জারির প্রয়োজন হলেও রোগীরা তা করতে চাচ্ছেন না। তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। অনেকে ছোট অপারেশনও করতে চান না। অপারেশনকে তারা ভয় পান। অপারেশন ভীতি দূর করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্যখাতে জনবল ও দক্ষ জনবল খুবই কম। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোর্সে ছাত্র বাড়াতে হবে। শুধু চক্ষু চিকিৎসক নয়, তাদের সার্জারিও জানতে হবে। ২০৩২ সালের মধ্যে ৩২০০ জন চক্ষু চিকিৎসকের প্রয়োজন পড়বে। এখন আছে মাত্র এক হাজার ৪০০ জন। আগামী বছরগুলোতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর বলেন, মানুষের মধ্যে ছানি পড়া নিয়ে সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে। দিনদিন তাদের চোখের জটিলতা বাড়লেও হাসপাতালে রোগী কম আসে। বেশ কিছু এনজিও তাদের নিয়ে কাজ করছে। এমনকি এনজিওগুলো নিজ খরচে বাসা থেকে গিয়ে রোগীদের নিয়ে আসছে, এমনকি সব পরীক্ষা নীরিক্ষা করে চিকিৎসা করে দিচ্ছে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলোতে কিন্তু চিকিৎসা, পরীক্ষা, ওষুধসহ সব ফ্রি কিন্তু রোগীরা আসছেন না। তিনি বলেন , আমাদের কায়িক শ্রম কমে গেছে। আগে মানুষ প্রচুর পরিশ্রম করতো। রোগবালাই বেশি হচ্ছে। অনেকেই জানেন না তারা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। অনেকের ডায়াবেটিস ১৮ থাকলেও তারা মিষ্টি খাচ্ছে, কোমলপানীয় খাচ্ছে। কারণ, সে জানেও না যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর বলেন, সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি। তাহলেই যার যেই রোগ সেটি ধরা পড়বে। চিকিৎসার মাধ্যমে আবার সুস্থও হয়ে যায়। কিন্তু তারা চিকিৎসকের কাছে এমন একটা সময়ে আসে, যখন অনেকক্ষেত্রেই কিছু করার থাকে না। তিনি আরও বলেন, আমরা যেভাবে টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার দেখি, এতে করে আমাদের চোখের খুবই ক্ষতি হয়। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এই ব্যাপারটি বেশি লক্ষ্য করা যায়। তারা বইয়ের চেয়ে মোবাইল ফোন দেখতে পছন্দ করে। এভাবে চলতে থাকলে তো শুধু চোখে না, শারীরিকভাবেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্যাটারাক্ট অ্যান্ড রিফ্র্যাকটিভ সার্জনসের মহাসচিব অধ্যাপক ডা. মোস্তাক আহমেদ ছানি সচেতনা নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএসসিআরএস সভাপতি অধ্যাপক ডা. জাফর খালেদ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ শওকত কবীর, সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারেক রেজা আলী প্রমুখ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ক্যাটারাক্ট সার্জন অধ্যাপক ডাঃ এম নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় রোগী ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ক্যাটারাক্ট বিশেষজ্ঞ ডা. মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ডা. আব্দুর রকিব তুষার ও ডা. মোঃ শওকত কবির।

"DIPLOMAT" পত্রিকায় মে মাসের সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা: মো: শারফুদ্দিন আহমেদ এর লেখা একটি প্রবন্ধ। শ্রদ্ধেয় ভিসি স্যারের হাতে পত্রিকার কপি হস্তান্তর।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল
উপদেষ্টা: অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **ছবি:** সোহেল, আরিফ
প্রকাশক : ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়েবসাইট: www.bsmmu.edu.bd, **ই-মেইল:** mediacell@bsmmu.edu.bd
মুদ্রক : পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা'র বিদায়ী অনুষ্ঠান

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) নবজাতক বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা'র বিদায় নিয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় (২৮ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের মিলনায়তনে 'অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা'র বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য ও মিলন উৎসব' থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সংবর্ধিত করার মাধ্যমে বিদায় জানানো হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আছেন। তাঁর জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা দিয়ে পেশাগত জীবনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আজকের বিদায় নিয়ম রক্ষার বিদায়। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বিদায় নিলেও তিনি সব সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে তাকে বার বার ডাকা হবে। তিনি কখনো সাবেক হবেন না। তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা একজন কর্মবীর। তাঁর জীবন পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান WHO, UNICEF, Save the children, ICDDRB, পেশাজীবী সংগঠন-BPA, BNF, BPS, OGSB Ges Govt. এর প্রতিনিধিগণ ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা'র স্মৃতিচারণ করে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ সহিদুল্লা'র পরিবার, তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ এবং ইনস্টিটিউটের শিশু নবজাতক বিভাগের চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন। নবজাতক বিভাগের চেয়াম্যান অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা'র স্মৃতিচারণসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা'র বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য এর উপর একটি ডকুমেন্টরী প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ শেখ জামাল ফ্রি প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্পের চিকিৎসা পরবর্তী মতবিনিময়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বঙ্গবন্ধু পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ জামাল ফ্রি প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্পের চিকিৎসা পরবর্তী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় (৩০ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে 'জন্মগত মুখমন্ডলের বিকৃতি ও ত্রুটি, ঠোঁট কাটা ও তালু কাটা রোগীদের বিনামূল্যে সার্জারিসেবা প্রদান পরবর্তী এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সেবাগ্রহীতা ও তাদের স্বজনরা অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহতী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুর রহমান দুলাল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. আইয়ুব আলী একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জন্মগত ত্রুটি সম্পন্ন মানুষ অবহেলিত হয়ে আছে। তাদের চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সম্ভব। জন্মগত ত্রুটি নিয়ে বছরে ৫ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে। এসব শিশুদের বাবা মায়েরা বিষণ্নতায় ভুগেন। অনেকে অর্থের অভাবে তাদের প্রিয় সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারেন না। আবার অনেকে অর্থ থাকা সত্ত্বেও কোথায় এই সমস্যার চিকিৎসা পাবেন তা জানেন না। এই মহতী সেবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামীতে জাতির পিতার শাহাদাৎবার্ষিকীতে বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতি তিন মাস অন্তর বিনামূল্যে এ সেবা দেয়া হবে।

তিনি বলেন, জন্মগত ত্রুটি মানুষের চিকিৎসা সেবার জন্য ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। এ ফান্ডের আওতায় জেলা উপজেলায় এ ধরণের রোগীদের খুঁজে বের করে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরণ করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যেতে পারে। উপাচার্য আরো বলেন, রোগীদের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট, ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগ, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করেছি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অবহেলিত দিকগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। জন্মগত ত্রুটি, শিশুদের জন্মগত হৃদরোগ চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এছাড়াও নারী-পুরুষের বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। ভুক্তভোগী শিশুদের অভিভাবকরা বলেন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও এ সেবা পাই নি। এখানে সেবা নিতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। রোগীর স্বজনরা এ সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট ২০ ও ২১ জুন দু দিনব্যাপী শহীদ শেখ জামাল ফ্রি প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্প আয়োজন করে।